050

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 OCT 1986

পৃষ্ঠা ৮ কলাম

উপজেলা পরিক্রমা

বাঘারপাড়া

॥ আসাদুজ্জামান বিশ্বাস ॥

যশোর জেলার প্রধান শহর থেকে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত বন-বাদাড়ে ভরপুর আম, কাঁঠাল, খেজুর গুড়ের প্রশংসিত চিত্র নদীর পাড়ে অবস্থিত বাঘারপাড়া উপজেলা। এক সময় বাঘের উৎপাতে এলাকার মানুষ ছিল সন্ত্রস্ত। এখন আর সে ভয় নেই।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

দেশের সব কয়টি উপজেলা থেকে বাঘারপাড়া উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। মাত্র ১৫ কিলোমিটার পাকা রাস্তা ছাড়া উপজেলার যাতায়াতে কোন গাড়ি চলাচল নেই।

শিক্ষা

উপজেলায় ২টি কলেজ, মাধ্যমিক স্কুল ৪টি, মাদ্রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে কিছু না কিছু সমস্যা রয়েছে।

কৃষি

উপজেলার শতকরা ৯০ ভাগ লোক কৃষিজীবী। সকলেই কৃষির উপর নির্ভরশীল। 'পর পর কয়েক বছর বন্যা, খরা, পোকার আক্রমণে ব্যাপক ফসলহানির ফলে কৃষকরা কৃষি ঋণের দায়ে জর্জরিত।

হাট-বাজার

হাট-বাজারগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণ রাজস্ব আদায় হলেও তেমন কোনো উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। প্রত্যেকটি হাট-বাজারের গলি কাঁচা থাকার ফলে লোক চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

বিদ্যুৎ

এ উপজেলার দু'টি ইউনিয়নের আংশিক বিদ্যুতায়ন হয়েছে। অনিয়মিত লোড শেডিং তো আছেই তার মধ্যে কয়েক স্থানে ঘূর্ণিঝড়ে বিদ্যুৎ থামগুলো পড়ে থাকায় যে কোন মুহূর্তে বিপদের সম্মুখীন হবার আশংকা রয়েছে।

উপসংহার

উপজেলা সদরের অদূরবর্তী চিত্রা নদীতে ব্রীজ নারিকেল বাড়ীয়া থেকে বাঘারপাড়া শেরশাহ সড়ক মেরামত, উপজেলার সন্নিকটবর্তী বাঘারপাড়া কলেজকে সরকারীকরণ, ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প গঠনসহ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প উপজেলা পরিষদ নিলে বাঘারপাড়া উপজেলার কিছুটা উন্নতি হতে পারে বলে আশা করা যায়।